

অনুযোগ/অভিযোগ নীতিমালা (Grievance Redress Policy)	
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক	: এ.জি.এম. কমপ্লায়েন্স এবং ই.এম.এস.
বাস্তবায়কারী	: সকল বিভাগীয় প্রধান
প্রণয়নের তারিখ	: ০১/০১/২০১১ ইং
সর্বশেষ সংশোধনী	: ০১/০১/২০১৯ ইং
পুনরায়- সংশোধন/ বিবেচনা	: সময়, অবস্থা, স্থানীয় আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, আর্ন্তজাতিক আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, ক্রেতার চাহিদা এবং অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে।
অনুমোদনক্রমে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক (স্বাক্ষর ও তারিখ)	:  

ভূমিকাঃ

কারখানা ১০০% রপ্তানীমুখী নীট পোশাক প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানটি শ্রম আইন ও আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার বিধি বিধান দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল শ্রমিক/কর্মচারীর অধিকার সুযোগ সুবিধা ও নিয়মনীতি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে।

নীতিমালার উদ্দেশ্য :

কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের যাবতীয় অনুযোগ নিরপেক্ষভাবে নিরসন করা।

কর্তৃপক্ষ কারখানায় নিয়োজিত সকল শ্রমিক ও কর্মচারীর যাবতীয় অনুযোগ নিরসনে বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করিয়া থাকেন।

শ্রমিক/কর্মচারীর অনুযোগ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে (রেজিস্টারে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়) :

- ক) সরাসরি মৌখিকভাবে কল্যাণ কর্মকর্তার মাধ্যমে।
- খ) অভিযোগ/অনুযোগ/পরামর্শ বজ্রে মাধ্যমে লিখিতভাবে।
- গ) সরাসরি শ্রমিক হটলাইনের মাধ্যমে।
- ঘ) লাইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরাসরি মৌখিকভাবে।
- ঙ) সরাসরি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মৌখিক/লিখিতভাবে।

উপরে উল্লেখিত পদ্ধতির মাধ্যমে অনুযোগ পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয় অনুসন্ধান করে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক/কর্মচারীকে সিদ্ধান্ত জানাবেন এবং নিরপেক্ষভাবে আইন সম্মত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করবেন।

অনুযোগ নিরসনের ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষ সবসময় উন্মুক্ত প্রবেশ নীতিমালা (Open Door Policy) অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকেন।